সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৬"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৬ খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"মানুষ তার শত্রু ইবলিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে কি করে শিরকের অসারতা।"**

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. আমরা যখন ফেরেশেতাদের বলেছিলাম, আমাকে সেজদা করো, তখন সবাই সেজদা করেছিলো ইবলিস ছাড়া. তোমরা আমার পরিবর্তে ইবলিসকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছি কিভাবে ?

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ كَانَ
مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن
دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

স্বরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল।
(সূরা কাহাফ ১৮:৫০)

২. আমরা বিপথ গামিদের সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি না।

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো না। (সূরা কাহাফ ১৮:৫১)

৩. (কিয়ামতের দিন) তোমরা যাদেরকে আমার শিরকদের মনে করতে তাদের ও তোমাদের মাঝখানে রেখে দেবো এক ধংস-গহবর।

وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

যেদিন তিনি বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু–গহবর। (সূরা কাহাফ ১৮:৫২)

৪. অপরাধীরা আগুন দেখেই বুঝবে, তারা তাতে পড়তে যাচ্ছে, এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোনো জায়গা পাবে না।

وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا
عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৩)

মানুষ যদিও মুখে ইবলিসকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকৃতি দেয় না এবং অন্তরেও বিশ্বাস করে না, কিন্তু মানুষের কাজকর্মে চেষ্টা সাধনার এটা অনেক সময়ই প্রকাশ পায় সে ইবলিসই হচ্ছে তার বন্ধু, অভিভাবিক পৃষ্ঠপোষক। এটাও শিরক, এই শিরককে বলা হয় "কর্মগত শিরক"। "বিশ্বাসগত শিরক" এবং "কর্মগত শিরক" দুটোই অপরাধ। "কর্মগত শিরক"এর জন্য ও আল্লাহ পাকড়াও করবেন, যেমনি "বিশ্বাসগত শিরক" এর জন্য পাকড়াও করা হবে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন ইবলিস ও তার সাথীদের আমরা আমাদের অলি, বন্ধু, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক না বানাই। "বিশ্বাসগত" ও "কর্মগত" শিরক থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত রাখি। তওবা করে ফিরে না আসলে আল্লাহ শিরকের গুনাহমা করবেন না। আল্লাহ শির্কযুক্ত জীবন-যাপন করার তৌফিক আমাদের দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/